কার মিলন চাও বিরহী

কাইউম পারভেজ

কোর্টের শুনানী সব শেষ। সামনের সপ্তাহে রায়। আসামীর মনে জানা হয়ে গেছে রায় কী হবে। তবু ভাবছে করুণাময় যখন ক্ষমাশীল তখন তাকে ক্ষমা করলেও করতে পরেন। কিন্তু দেশ? দেশের মানুষ কী ওকে ক্ষমা করবে? নিপুন কী ওকে ক্ষমা করবে? এর মাঝে সেন্ট্রী এসে হাঁক দিলো দশ নম্বর সেলের আসামীর ভিজিটার আছে। ভিজিটার রুমে ডাক পড়েছে।

আসামীর ডাক পড়েছে। আসামী। ওর সুন্দর নাম গুলো হারিয়ে গিয়ে এখন ওর নাম আসামী। যেমন মানুষ মরে গেলে তার নাম হারিয়ে যায়। তখন সবাই তাকে লাশ অথবা মূর্দা বলে। টগর এখন আসামী। একুশ এখন আসামী। ছোট বেলায় ওর দাদী ওর নাম রেখেছিলেন টগর। তারপর সেই টগরের নাম একদিন একুশ হয়ে গেলো। এই বন্দীশালার বাইরে এখনো সবাই ওকে একুশ নামেই চেনে - একুশ নামে ডাকে। ছোট বেলায় মায়ের সাথে প্রতিবছর শহীদ মিনারে যেতো। ফুল দিতো। গান গাইতো - আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী .. ..। একদিন কী হলো শহীদ মিনার থেকে ফেরার পথে মাকে বললো - মা, আজ থেকে আমার নাম একুশ। ঠিক আছে? তোমরা আর কেউ আমাকে টগর ডাকবে না আচ্ছা? মা ভাবলো নেহাৎ ছেলে মানুষী। পরে ঘরে বাইরে যে কেউ ওকে টগর ডাকলে ও বলে আমার নাম একুশ। আমি বায়ান্নর একুশ।

সেন্ট্রী আবার হাঁকে - দশ নম্বরের আসামী .. .. ..। ও তাইতো কী সব আবোল তাবোল ভাবছে, এসব ভেবেই বা কী লাভ। নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে জেল গেটের দিকে এগোচ্ছে একুশ। নিজেকে প্রশ্ন করছে - আচ্ছা আজ তো একুশে ফেব্রুয়ারী । সরকারী ছুটির দিন। আজ কেমন করে আমার ভিজিটাররা আসামীর সাথে দেখা করার অনুমতি পেলো?। কথায় বলে না মামার জোর। ওর বিশাল আমলা মামা নিশ্চয়ই কোন একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তো সেই ভিজিটাররা বা কে? মা? কেয়া? নিপুন? এটা অসম্ভব। নিপুন তো বলেই দিয়েছে ও আর কোনদিন আমার মুখ দেখবে না। ও টগরকে চেনে কিন্তু একুশকে আর চেনে না।

ভিজিটার্স রুমে ঢুকেই একুশ নিপুনকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলো। পাশে মা। থমকে গেল। বিশ্বাস করতে পারেনি নিপুন এখানে আসবে। নিপুনের হাতে ফুল। হাত ফুল মন প্রাণ সবই যেন কাঁপছে। আর মা কাঁদছে। আয় বাবা আয়। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয় আয়। কেমন আছিস বাবা। আহা রে ওরা নিশ্চয়ই তোকে ঠিকমত খেতে দেয় না। তুই তো শুকিয়ে .. (মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)। একুশ বললো মা চুপ কর এটা তোমার বাসা না। এটা জেলখানা এখানে আরো অনেক ভিজিটার আছে। কথা বলছে।

তুমি? তুমি কী মনে করে এলে? কেয়া আসেনি? ছোট বোনটার কথাও মনে পড়ে যায়। তুমি না বলেছো তুমি আর আমার মুখ দেখবে না? তবে কেন এসেছো? একুশ আজ আমি তোমার কথার উত্তর দেবো না। আজ শহীদ দিবস। রাষ্ট্রভাষা দিবস। আজ একুশে ফেব্রুয়ারী। তাই একুশকে ভালবেসে শ্রদ্ধা জানাতে আমি ফুল গুলো নিয়ে এসেছি। দেখো এখানে টগর ফুলও আছে।

একজন জঙ্গী সন্ত্রাসীকে তোমরা ফুল দেবে? না তুমি সন্ত্রাসী নও জঙ্গী নও, তুমি আমাদের একুশ। আমাদের প্রাণের একুশ। আমার প্রাণের একুশ - আমি কী ভুলিতে পারি? কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নিপুন।

না বাবা তুই জঙ্গী সন্ত্রাসী নোস। তুই ভুল সংশ্রবে ভুল বান্ধবে সন্ত্রাসের সাথে জড়িয়ে গেলি। আমি তোকে পেটে ধরেছি। আমার রক্ত তোর শরীরে। আমি উনসত্তরের গণ আন্দোলনের একজন নেত্রী আমার সন্তান জঙ্গী সন্ত্রাসী হতে পারে না। মা তুমি থামো। এখানে এসব কথা বোল না।

দোষ আমাদেরও আছে রে বাবা। আমরা তোর দিকে তেমন খেয়াল রাখতে পারিনি। দেখতাম তুই ব্যান্ডের দল করিস, কবিতা লিখিস গান করিস আবার রোজা নামাজও করিস..

এটা আমিও তো বুঝতে পারিনি মা। যাদের সাথে গান করেছি কবিতা পড়েছি তারা কেমন করে আমাকে যেন একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। আমি গান ছেড়ে দিলাম কবিতা ছেড়ে দিলাম।

নিপুনকে ছেড়ে দিলে। তারপর একদিন বাড়িও ছেড়ে দিলে। আমার জন্য, তোমার মায়ের জন্যও একটু মায়া হলো না? ইসলাম কী তাই বলে একুশ? কোথায় বলা আছে ধর্মের নামে তুমি নিরাপরাধ মানুষ নারী শিশু মেরে ফেলবে? তুমি না কবিতা লিখতে? কবিতা পড়তে? যে কবিতা পড়তে জানে সে মানুষ খুন করতে পারে না।

নিপুন আমি যাদের সাথে ঘর ছেড়েছি শেষ অবধি তারা আমার সঙ্গে থাকেনি। যেমন করে পাচার করা নারী শিশু কেবল হাত বদল হয় আমিও তেমন হাত বদলের খেলায় একদিন জঙ্গী হয়ে গেলাম। শেষে যাদের হাতে পৌঁছলাম তারা আরো ভয়ঙ্কর। আমি একবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি ফিরে আসবো। জানতে পেরে ওরা আমাকে বললো - তোমাকেতো শেষ করবো তোমার পরিবারের সবাইকে শেষ করে দেবো। আর নিপুনকে .. আমি আর বলতে পারছি না। তোমাদেরকে ভালবাসি বলেই আমার আর ফিরে আসা হলো না।

অপারেশনের দিন গ্রেনেডের ছালার ব্যাগটা আমার কাছেই ছিলো। আমি ওটা মাঝপথে ফেলে দিয়ে বলেছি অসাবধানে হাত থেকে সটকে পড়ে গেছে। ওরা ওদের অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ শুরু করতেই পুলিশের কাউন্টার এ্যাকশানে ওরা দুজন আহত হয়ে পড়ে যায়। আমি পুলিশের ধাওয়া খেয়ে পরে জনতার হাতে ধরা পড়ি। আমি জানি না আগামী সপ্তাহে আমার রায় কী হবে তবে যদি ফাঁসি না হয় - যদি প্রাণে বাঁচি তবে আমি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সব সন্ত্রাসীকে লুকিয়ে থাকা গর্ত থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে আসবো। আমি আর কোন একুশকে মরতে দেবো না। একুশরা মরে না মরতে পারে না।

একুশের মা জানালার ওপাশ থেকে একুশের হাত টা নিয়ে নিজের গালে চেপে ধরে ডুঁকরে কেঁদে উঠলেন। একুশ কাঁদতে কাঁদতে গাইতে লাগলো - আমার মায়ের অশ্রু ভেজানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কী ভুলিতে পারি। নিপুন গেয়ে ওঠে - ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু আমরা মুছতে পারি.. .. আমি কী ভুলিতে পারি।

পুনশ্চ: এ লেখার কাহিনী চরিত্র সবই কাল্পনিক আশা করি বাস্তবে কারো সাথে কোনভাবে মিলে যাবে না।